দৈনিক ইন[illegible]
04 JAN 1987

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

শিক্ষকতা এখন শুধু চাকরি হয়ে উঠেছে

—সালাহউদ্দিন চৌধুরী

আগেকার দিনে শিক্ষকতা করতে যাঁরা আসতেন তাঁরা ছিলেন এই মহত কর্মে নিবেদিত প্রাণ। অক্লান্ত সাধকের মতোই তাঁরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও জ্ঞান দান করে গেছেন। সে সময় শিক্ষক সমাজ আত্মস্বার্থে কথা খুব কমই ভাবতেন। ছাত্রদের শিক্ষাদান করে সুশিক্ষিত ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই ছিলো তাঁদের মূখ্য উদ্দেশ্য। সে জন্যে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কও ছিলো মধুর ও হৃদতাপূর্ণ। কিন্তু আজকাল এটা প্রায় দেখাই যায় না।

ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্পর্ক কেমন হবে এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ না থাকলেও বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে যে, স্বাভাবিকভাবেই এটা এখন বির্তকের বিষয় হয়ে উঠেছে। সেদিন একজন প্রবীণ শিক্ষকের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ হচ্ছিলো। তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করে বছর তিনেক আগে অবসর গ্রহণ করেছেন। ঢাকার উপকণ্ঠে ছোটো একটি আধাপাকা বাড়ী নির্মাণ করতে পেরেছেন কষ্টে-সৃষ্টে। দুই ছেলে তিন মেয়ের সবাই লেখাপড়া শেষ করে জীবনে প্রতিষ্কিত হয়েছে। এক কথায় ভদ্রলোক এখন নিশ্চিন্তে অবসর জীবন যাপন করছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মনে হলো তিনি ঠিক দুশ্চিন্তামুক্ত নন। দেশের শিক্ষা পরিবেশই তাঁর দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ।

প্রবীণ এই শিক্ষাবিদ বললেন যে; তিনি যখন প্রথম শিক্ষকতার জীবনে প্রবেশ করেন তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এতো বেশী ছাত্-ছাত্রী ছিল না। স্কুল-কলেজের সংখ্যাও তাই ছিল কম। ফলে, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি শিক্ষকরা বেশী মনযোগ দিতে পারতেন। বর্তমানে এক একটি শ্রেণীতে এত অধীক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী থাকে যে তাদের প্রত্যেকের প্রতি সমভাবে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয় না ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও। আলাপের এই পর্যায়ে তাঁকে প্রশ্ন করলাম, আজকাল অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, স্কুলে শিক্ষকরা ঠিকমতো পড়ান না। এ ব্যাপারে আপনার কি অভিমত?

তিনি বললেন, এটা পুরোপুরি ঠিক নয়। অধিকাংশ শিক্ষকই চান ছাত্র-ছাত্রীদের ভালোভাবে পড়াতে। তবে আজকাল সুযোগের অভাবে এটা হয়ে ওঠে না সবসময়। তাছাড়া বর্তমানে এমন কিছু শিক্ষক এই পেশায় এসেছেন, যাদের অন্য পেশা গ্রহণ করা উচিত ছিলো। অতীতে একটা মহান প্রেরণা থেকে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করা হতো। এখন এটা শুধুই চাকরি হয়ে উঠেছে। তাই অনেকে অন্য চাকরি না পেয়ে শিক্ষক হচ্ছেন। গ্রামাঞ্চলে স্কুলের সংখ্যা বাড়ার ফলে তাদের শিক্ষকের চাকরি পেতে সুবিধা হচ্ছে। পরবর্তীকালে এরা শহরের ভালো স্কুলেও সুযোগ পান। এদের নিজেদের শিক্ষার মান ও জ্ঞানের ভাণ্ডার আশানুরূপ নয়। ফলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মানও নীচে নেমে যাচ্ছে।

প্রাইভেট টিউশনী সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন কর[illegible] তি[illegible] একটু উত্তেজিত হয়ে ও[illegible] তি[illegible] বললেন, আজকাল প্রা[illegible] টি[illegible]নী [illegible] নানাজনে নানা[illegible] কথা[illegible]র্তা বলছেন। ঢালাও[illegible]ক্ষক সমাজকে

অভিযুক্ত করে চলেছেন। তাই এই মহান পেশাকে তারা ব্যবসায়ী মনোভাবের সঙ্গেও তুলনা করছেন। এটা ঠিক নয়। সব শিক্ষকই ব্যবসায়ী মনোভাব নিয়ে প্রাইভেট পড়ান না। প্রাইভেট টিউশনী করে বাড়তি অর্থ উপার্জিত হয় বটে, তবে তা এতো বেশী নয় যে সেটা ব্যবসার মতো মুনাফা হয়ে উঠতে পারে। হ্যাঁ, কিছু শিক্ষক আছেন যাঁরা অর্থোপার্জনের নেশায় বেশী ব্যস্ত। এদের জন্যে বর্তমানে গোটা শিক্ষক সমাজ সমালোচনার শিকার হয়ে উঠেছেন। তিনি বললেন, একজন শিক্ষকের সকাল-সন্ধ্যা মিলিয়ে চারটের বেশী প্রাইভেট টিউশনী করা উচিত নয়। সপ্তাহে তিন দিন করে পড়াতে পারবেন। একদিন অবশ্যই তাঁকে বিশ্রাম নিতে হবে, নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্যে পড়াশোনা করতে হবে। কিন্তু এক শ্রেণীর শিক্ষক এদিকে গুরুত্ব না দিয়ে বিত্ত-বৈভবের নেশায় মত্ত হয়ে উঠতেই এখন প্রাইভেট টিউটরদের দুর্নাম রটছে। আমি নিজেও দীর্ঘকাল প্রাইভেট টিউশনী করেছি। তবে কখনোই একবারে দু'টোর বেশী টিউশনী হাতে নেইনি। সপ্তাহের ছ'দিনই টিউশনী করতাম। ফলে, প্রাইভেট পড়ুয়াদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া সম্ভব হতো। এখনকার প্রাইভেট টিউটররা এটা পারছেন না। ফলে, স্কুলের ক্লাসগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তীর্ণ হলেও এস, এস, সি পরীক্ষায় খারাপ ফল করছে। দোষ চাপানো হচ্ছে প্রাইভেট টিউটরদের উপরে।

অবশ্য কিছু কিছু শিক্ষক ছাত্রদের লেখাপড়ার মান উন্নত হতে পারে, তাদের বুদ্ধির বিকাশ ঘটতে পারে— এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। তাদের নিজেদের জ্ঞানের ঘাটতির জন্যেই এমন হয়। তাঁরা নিজের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীকেই প্রাইভেট পড়ান। বার্ষিক পরীক্ষার আগে যে সাজেশন দেন, সেগুলোই পরীক্ষায় আসে। কারণ তাঁরা নিজেরাই প্রশ্নমালা তৈরী করেন। ফলে, স্কুলের পরীক্ষায় ছাত্রদের পাস করতে কষ্ট হয় না। অনেকেই খুব ভালো ফলও করে। কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে গিয়ে ছাত্ররা ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। দেখা গেছে, অনেক ছাত্র স্কুলের পরীক্ষায় অংক পর্যন্ত মুখস্ত করে থাকে। যদি ঐ অংকটি অন্যভাবে দেয়া হয় তাহলে সে আর অংক করতে পারে না। প্রবীণ শিক্ষাবিদ ভদ্রলোক সখেদে বললেন, আসলে আমরা কেউই সঠিক অবস্থা চিহ্নিত করতে পারছি না। অভিভাবকদেরও যে বড়ো রকমের দায়িত্ব আছে সে কথাও আমরা চিন্তা করি না।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের প্রশ্নে তিনি গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন যে, বর্তমানে ছাত্র আর শিক্ষকদের মধ্যে পূর্বের মতো ভালো সম্পর্ক নেই। আগে শিক্ষকরা ছাত্রদের সঙ্গে পিতার মতো আচরণ করতেন। গভীর স্নেহ করতেন। ছাত্ররাও শিক্ষকদের অনুরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতো, ভক্তি করতো। এখন সময় পাল্টে গেছে। সমাজে অবসানের ধ্বস নেমেছে। নৈতিক মূল্যবোধ প্রায় নিশ্চিহ্ন হাওয়ার পথে। ছাত্ররা এখন শিক্ষকদের আগের মতো শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান করে না। ফলে, শিক্ষকরাও তাদের পূর্বের মতো স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে পারছেন না। এখন ছাত্ররা শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের পরীক্ষায় নকল করার সুযোগ দেয়াসহ আরো নানা কারণে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে, হুমকি দেয়। শিক্ষকের গায়ে ছাত্রের হাত তোলার ঘটনাও আমরা শুনতে পাই। এটা শুধু দুঃখজনকই নয়, সেই সঙ্গে এক সর্বনাশা পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ারও পূর্বাভাস।

সেদিন সেই প্রবীণ শিক্ষাবিদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে এটাই বুঝতে পেরেছি যে, তাঁর মতো পুরোনো ব্যক্তিরা শিক্ষাঙ্গনের সাম্প্রতিক পরিবেশ, দেখে খুবই ক্ষুব্ধ এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তারা যে এ অবস্থার আশু অবসান চান সেটাও সত্য। কিন্তু কিভাবে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ভালো করা যায়, শিক্ষার মান ও শিক্ষকদের মান উন্নত করা যায় সে ব্যাপারে এখন থেকেই চিন্তা-ভাবনা করে একটা সুষ্ঠু পথ খুঁজে বের করা অত্যাবশ্যক।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা, বর্তমানে স্কুল পর্যায়ে যে শিক্ষা কারিকুলাম চালু আছে, তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মানের তেমন উন্নতি হওয়ার সুযোগ কম। এ সম্পর্কে অতীতে বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি, সুধিজন ও প্রবীণ শিক্ষাবিদরা আলোচনা করেছেন, সুপরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু তাতে সংশ্লিষ্ট মহল তেমন কর্ণপাত করেছেন বলে মনে হয় না। বর্তমানে শিক্ষার মান কেমন তা এস, এস, সি এবং এইচ, এস, সি পরীক্ষায় ব্যর্থতাবরণকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাধিক্য দেখেই বুঝা যায়। গুটি কয়েক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ভালো ফল করলেও শতকরা ৯৫টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাই এস, এস, সি পরীক্ষায় ভালো ফল করতে ব্যর্থ হয়।

অবশ্য শুধু শিক্ষা কারিকুলাম পরীক্ষা-পদ্ধতিই এজন্য মূলতঃ দায়ী নয়। এই দু'টো কারণতো আছেই, সেই সঙ্গে আরো কয়েকটি কারণ এজন্যে দায়ী। সেগুলো সম্পর্কে আগে কিছু আভাস দেয়া হয়েছে। যেমন শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা নেই এমন ব্যক্তিরাও বর্তমানে শিক্ষকতা করছেন। অন্যদিকে প্রাইভেট টিউশনীর ব্যাপকতায় ও টিউটরদের ব্যবসায়িক মনোভাবের জন্যে স্কুলে লেখাপড়ার পাট প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

অযোগ্য শিক্ষকদের স্কুলে নিয়োগ এবং অন্য পেশায় যাওয়া উচিত ছিলো এমন ব্যক্তিদের শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টিকে কোনোমতেই আহেলা[illegible] দৃষ্টিতে দেখা যায় না। আমার মনে হয়, এটা একটা গুরুতর অভিযোগ। এক সময় লোকমুখে একটা সাধার[illegible] কথা প্রচলিত ছিলো। বলা হতো, 'যা[illegible] নাই কোনো গতি সে ক[illegible] হোমিওপ্যাথী।' তাহলে কি এখ[illegible] একথাই আমরা বলবো, 'যার নে[illegible] বিদ্যা-মাথা সেই করে শিক্ষকতা[illegible] ব্যাপারটা অভিজ্ঞজনদের অবশ্[illegible] ভেবে দেখতে হবে।